সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য 'প্রি-ম্যাট্রিক' স্কলারশিপ প্রকল্প :-

১) **পশ্চাৎপট** :- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ১৫ পয়েন্ট তালিকা ২০০৬ সালের জুন মাসে ঘোষিত হয় । এর মধ্যে বলা হয়েছিল যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্রদের 'প্রি-ম্যাট্রিক' স্কলারশিপ দেওয়া হবে।

২) **উদ্দেশ্য** :- 'প্রি-ম্যাট্রিক' স্তরে স্কলারশিপ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিভাবকদের তাদের সন্তান-সন্ততিদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহিত করবে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য অর্থনৈতিক চাপ লাঘব করবে এবং শিশুদের বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রচেষ্টা ধরে রাখতে পারবে । এই প্রকল্প শিক্ষালাভের জন্য ভিত্তিস্থাপন করবে এবং চাকরীক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ভূমি তৈরী করবে । এই প্রকল্পের একটি মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা প্রদান, যার সাহায্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে ।

৩) **পরিধি (স্কোপ)** :- ভারতে যে কোনো সরকারী অথবা বেসরকারী বিদ্যালয়ে, আবাসিক সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবংরাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল স্বচ্ছভাবে যে সমস্ত যোগ্য বেসরকারী বিদ্যালয়কে যোগ্য হিসাবে নির্বাচিত করেছে, সেখানেপ্রথম থেকে দশম শ্রেণীতে পড়াশুনা করার জন্য এই স্কলারশিপ প্রদান করা হবে ।

৪) **যোগ্যতামান** :- যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় ৫০ শতাংশের কম নম্বর অর্জন করেনি এবং সমস্ত উৎস হতে পিতামাতা / অভিভাবকের বার্ষিক আয় ১.০ (এক) লাখের বেশী হবে না ।

৫) **বিতরণ** :- জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন , ১৯৯২-এর ২(C) ধারা অনুসারে মুসলিম, শিখ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন এবং জোরুস্ট্রিয়ান (পার্সী) ধর্মকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে । বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২০০১ সালের সেন্সাস অনুসারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা নিরিখে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে । (২০১১ -র সেন্সাস রিপোর্ট পাওয়া গেলে এই সংখ্যার পরিবর্তন ঘটবে ।)

৬) **ছাত্রীদের জন্য চিহ্নিতকরণ** :- স্কলারশিপের ৩০ শতাংশ ছাত্রীদের জন্য স্থিরীকৃত করা আছে । যদি যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রী পাওয়া না যায় , তাহলে অবশিষ্ট চিহ্নতকৃত স্কলারশিপ যোগ্য ছাত্রদের মধ্যে বিলি করা হবে ।

৭) **নির্বাচন** :- যেহেতু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রাপ্য স্কলারশিপ সীমিত ও নির্দিষ্ট, সেজন্য নির্বাচনের সময় অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন হয় । নির্বাচনে শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর অপেক্ষা দারিদ্রের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় । রিন্যুয়াল আবেদনের ক্ষেত্রে নূতন আবেদন বিবেচনা করা পূর্বে পুরাতন সমস্ত আবেদন শেষ হওয়া প্রয়োজন ।

৮)**সময়কাল** :- সমগ্র কোর্সটির জন্য স্কলারশিপ প্রদান করা হবে । একটি শিক্ষাবর্ষে মাত্র ১০ মাসের জন্য মেইনটেনেন্স অ্যালাউয়েন্স প্রদান করা হবে ।

৯) **বৃত্তির হার** :- ভর্তি / টিউশন ফির জন্য প্রকৃত খরচের পরিমাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে এবং নিম্নলিখিত ছক অনুসারে সর্বোচ্চ মেইনটেনেন্স অ্যালাউন্স প্রদান করা হবে ।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	হ-স্টলার	-ড।স্কলার
১।	৬ষ্ঠ -থ-ক ১০ ম -শ্রণী-ত ভর্ত্তি ফি	বার্ষিক ৫০০/- টাকা অথবা প্রকৃত - -যটি কম ।	৫০০ টাকা বার্ষিক অথবা প্রকৃত - -যটি কম ।
২।	৬ষ্ঠ -থ-ক ১০ ম -শ্রণী-ত টিউশন ফি	মাসিক ৩৫০/- টাকা অথবা প্রকৃত - -যটি কম ।	মাসিক ৩৫০/- টাকা অথবা প্রকৃত - -যটি কম ।
৩।	বছ-র স-র্বাচ্চ ১০ মাস -মন-ন্ট-নস অ্যালাউন্স প্রদান করা হ-ব ।		
	১ম -থ-ক ৫ম -শ্রণী	নাই	মাসিক ১০০ টাকা
	৬ষ্ঠ -থ-ক ১০ম -শ্রণী	মাসিক ৬০০ টাকা অথবা প্রকৃত - -যটি কম।	মাসিক ১০০ টাকা

এই উদ্দেশ্যে একটি আই. টি. সক্ষমতাযুক্ত রাজ্য সরকার /মনিটরিং থাকা প্র-য়াজন । হ-স্টলার বল-ত বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত হোস্টেলে যে সমস্ত ছাত্র থাকে তাদের -বাঝায় ।

১০) **কার্য্যকরী সংস্থা** :- প্রকল্পটি রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রশাষিত অঞ্চল প্রশাসনের দ্বারা কার্যকরী হবে ।

১১) **স্কলারশিপ পাওয়ার শর্ত** :-

i) প্রথম হতে দশম শ্রেণীতে পাঠরত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এই স্কলারশিপ দেওয়া হয় । অন্ততঃ ৫০ শতাংশ মার্কস -প-য় পাশ কর-ল স্কলারশিপ চল-ত থাক-ব। -মন-ন্ট-নস অ্যালাউন্স -হা-স্টলার ও -ড-স্কলার উভয় প্রকার শিক্ষার্থী-দর -দওয়া হ-ব ।

ii) যদি কোনো ছাত্র-ছাত্রী বিগত চূড়ান্ত পরীক্ষায় অন্ততঃ ৫০ শতাংশ নম্বর না পয়, তাহ-ল স্কলারশিপ বন্ধ হ-য় যাবে । ব্যাতিক্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা যথোপযুক্ত কতৃপক্ষ অপরিহার্য কারণ দর্শিয়ে শংসাপত্র দেন এবং রাজ্য সরকার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসক সুপারিশ করেন, তাহলে স্কলারশিপ দেওয়া হবে ।

iii) একটি পরিবা-রর দুই জ-নর -বশী শিক্ষার্থী-ক স্কলারশিপ -দওয়া হ-ব না।

iv) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মাপকাঠি অনুসা-র বিদ্যাল-য় নিয়মিত উপস্থিত থাক-ত হ-ব ।

v) আয়ের প্রমাণপত্র :- কর্মরত অভিভাবক / পিতামাতার ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার নিকট হতে অথবা রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের কর্তৃক ঘোষিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত পরিবারের আয়ের প্রমানপত্র জমা দি-ত হ-ব ।

vi) বিদ্যালয় / শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কতৃপক্ষ এই মর্মে শংশাপত্র দেবেন যে, শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হোস্টেলে থাকে না ও বাইরে থেকে আসে এবং ছাত্রের দাবীর সর্মথনে শংসাপত্র দেবেন ।

vii) ভীষণ ব্যাতিক্রমী পরিস্থিতি ব্যাতিরেকে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য -র-খ -কা-র্সর মাঝখা-ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করা যা-ব না ।

viii) যদি কোনো ছাত্র বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গঁ করে এবং স্কলারশিপের অন্যান্য শর্ত ও নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহলে স্কলারশিপ বাতিল করা হ-ব । স্কলারশিপ প্রক-ল্পর নিয়ম লঙ্ঘন কর-ল রাজ্য সরকার বা -কন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন সরাসরি স্কলারশিপ বাতিল করতে পারে ।যদি দেখা যায় যে কোনো ছাত্র অসত্য বিবৃতি দিয়ে স্কলারশিপ গ্রহণ করেছে তাহলে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ক্ষমতাবলে স্কলারশিপ বন্ধ করে দি-ত পা-র অথবা -য পরিমাণ স্কলারশিপ প্রদান করা হ-য়-ছ তা পুনরুদ্ধার কর-ত পা-র ।রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের জন্য বিশদ পদ্ধতি স্থির করবে ।

ix) মেইনন্টেনেন্স অ্যালাউন্স / কোর্স ফি/ টিউশন ফি ডি.বি.টি (ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার) পদ্ধতিতে ছাত্রের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে ।

x) রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে প্রাপ্ত অর্থের জন্য পৃথক হিসাব ও রেকর্ড রাখতে হবে এবং মন্ত্রকের অধিকারিক বা মন্ত্রক কতৃক নির্বাচিত কোনো সংস্থাকে দিয়ে পরিদর্শন করাতে হবে ।

xi) যে ছাত্র এই প্রকল্পে উপকৃত হবে, সে একই উদ্দেশ্যে অন্য কোনো প্রকল্প হতে উপকার পাবে না ।

xii) রাজ্য সরকার/ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ স্কলারশিপ প্রদানকারী দপ্তর গুলিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবে যে কমিটি নিশ্চিত করবে যে , যে সমস্ত শিক্ষার্থী একদিকে সংখ্যালঘু আবার অন্যদিকে SC/ST/OBC তালিকাভুক্ত , তারা যেন এক উদ্দেশ্যে একাধিক উৎস থেকে স্কলারশিপ না পায় ।

xiii) বিগত বৎসরের স্কলারশিপ প্রদানের ফান্ডের সদ্ব্যবহার (UC) শংসাপত্র পাওয়ার পরে পরবর্তী বৎসরের স্কলারশিপ প্রদানের জন্য সমস্ত ফান্ড প্রদান করা হবে ।

xiv) নির্দিষ্ট সময় অন্তর কেন্দ্রীয় মন্ত্রক অথবা মন্ত্রক কর্তৃক মনোনীত সংস্থা এই প্রকল্পের মূল্যায়ন করবে এবং শর্তানুসারে এই মূল্যায়নের খরচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রক বহন করবে ।

xv) রাজ্য সরকার / কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ওয়েবসাইটে সংখ্যাগত ও আর্থিক কৃতিত্বের বিশদ বিবরনী প্রকাশ করবে ।

xvi) ভারত সরকার ক্ষমতানুসারে ও নিজস্ব বিচার বিবেচনায় বিধিগুলি যে কোনো সময় পরিবর্তন করতে পারে ।

১২) **প্রশাসনিক খরচ** :- যেহেতু বেশ কয়েক বছর ধরে প্রকল্পটি চলছে, ডাটা এন্ট্রি ও প্রক্রিয়াকরণের বহর বিশাল হওয়ার জন্য শুরু থেকেই শিক্ষিত, দক্ষ কর্মী নিয়োগ করা প্রয়োজন, যাতে করে ডাটা নির্ভর কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি কার্য্যকর থাকে । এই প্রকল্পের জন্য রচিত কম্পিউটার কার্যকরী করা, ডাটা এন্ট্রি, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষন, নিরীক্ষন, উদ্ধার করা, স্থানান্তরন প্রভৃতি কাজের জন্য শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী প্রয়োজন অনুসারে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ করা যেতে পারে । রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে যে সমস্ত ডাটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে আসবে, সেগুলি চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত একই রকমের দক্ষ কর্মী দ্বারা রাখা হবে ও পরিচালিত হবে ।

সমগ্র ব্যয়বরাদ্দের অনধিক ১ শতাংশ প্রশাসনিক খরচ এবং রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আনুষঙ্গিক খরচ, যেমন - কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, অফিসের আসবাবপত্র, বিজ্ঞাপন, কর্মী নিয়োগ প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট করা আছে । এই বরাদ্দকৃত অর্থ সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান / সংস্থা এবং রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পটির পরিচালনা ও মূল্যায়নের জন্যও ব্যয় করা যেতে পারে ।

১৩) **স্কলারশিপের পুনর্নবীকরণ (রিন্যুয়াল)** :- স্কলারশিপ একবার মঞ্জুর হলে, শেষ পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে, এই শংসাপত্র জমা দিলে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে স্কলারশিপ পুনর্নবীকরণ করা হবে ।

১৪) **প্রকল্পটি সম্পর্কে ঘোষণা** :- সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথেষ্ট আগেই স্থানীয় ভাষার দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অথবা অন্যান্য উপযুক্ত প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে প্রকল্পটি সম্পর্কে ঘোষণা করা হবে ।

১৫) **আ-বদন করার পদ্ধতি** ঃ সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট প্রোফর্মা সরবরাহ কর-ব । নোডাল শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সেই প্রোফর্মা অনুসারে ছাত্র/ছাত্রীদের তথ্যা সংগৃহীত হবে ।
এই -প্রাফর্মার সাথে নিম্নলিখিত নথির জেরক্স কপি জমা দেবেন ।
১। প্রধান/কাউন্সিলর/এম এল এ / গেজেটড অফিসার কতৃক পদত্ত পারিবারিক আয়ের প্রমান পত্র
২) ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ের প্রথম পাতার জেরক্স কপি
মহামান্য সুপ্রীম -কা-র্টর আ-দশাব-ল আধার কার্ড জমা -দওয়ার বাধ্যাতামূলক শর্ত মূলতুবি করা হ-য়-ছ ।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফর্মগুলি পরীক্ষা করে স্বাক্ষর করবেন ।এবং গুচ্ছাকারে ব্লক অফিসে জমা দেবেন । সংশ্লিষ্ট নথি গুলি বিদ্যালয়ে রক্ষিত হবে । ব্লক স্তরে এই অফলাইন ফর্মগুলি সমস্টিগতভাবে আপলোডিং করা হবে ।

১৬) আর্থিক বরাদ্দের নমুনা পূর্বে কেন্দ্র সরকার ও রাজ্যসরকারের খরচের অনুপাত ছিল ৭৫ঃ২৫ । কিন্তু ২০১৪-১৫ বর্ষ থেকে এটি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল ।
কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ শতাংশ ব্যায়বরাদ্দ রাজ্যসরকার / কেন্দ্রশাষিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ -ক প্রদান কর-ব ।
১৭)**মনিটারিং ও স্বচ্ছতা :**
রাজ্যসরকার / কেন্দ্রশাষিত অঞ্চল, যারা প্রকল্পটি কার্য্যকারী করে তারা নিজ রাজ্য কেন্দ্রশাষিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে সংখ্যাগত ও আর্থিক অগ্রগতি সম্প-র্ক মনিটরিং কর-ব । এই উদ্দেশ্যে একটি আই. টি. সক্ষমতাযুক্ত মনিটরিং থাকা প্র-য়াজন রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর স্কলারশিপ প্রাপকের তালিকা নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ তৈরী কর-ব । -যমন - বিদ্যালয় / মহাবিদ্যালয় / বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী বা বেসরকারী, শ্রেণী, লিঙ্গ এবং নূতন অথবা রিনূ্যয়াল । রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ অফিসের ওয়েবসাইটে সংখ্যাগত ও আর্থিক বিশদ বিবরণী প্রকাশ কর-ব ।
১৭) **মূল্যায়ন** :- আর্থিক ও সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে মনিটরিং এবং মূল্যায়ন সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান / সংস্থা-ক নি-য়াগ ক-র দায়িত্ব অর্পন কর-ব ।